**২৭তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২০তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস-২০১৮ অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, সোমবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৫, ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা, তাদের অভিভাবকবৃন্দ এবং

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

**আসসালামু আলাইকুম।**

২৭তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২০তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস-২০১৮ উপলক্ষে দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকের এই দিনে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বিজয়ের এ মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অকুতোভয় ৩০ লাখ বীর শহিদদের প্রতি যাঁরা স্বাধীনতা অর্জনে জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্মরণ করছি সম্ভ্রম হারানো ২ লাখ মা-বোনকে; যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম জানাচ্ছি।

প্রতিবন্ধিতা মানব বৈচিত্রেরই একটি অংশ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁদের অবহেলা না করে সম্পদে পরিণত করতে হবে। উপযুক্ত সুযোগ এবং পরিবেশ পেলে এই প্রতিবন্ধী জনগণ দেশের আদর্শ জনশক্তিতে পরিণত হতে পারে। এই সুযোগ তাঁদের করে দিতে হবে। কারণ তাঁদের বাদ দিয়ে আমরা আমাদের কাঙ্কিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনতে আমরা প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি। ফলে প্রতিবন্ধীদের প্রতি এখন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এসেছে।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিবন্ধী-অপ্রতিবন্ধী প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সমতা, মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হলে প্রতিবন্ধিতার কারণে আজ কোন শিশুই শিক্ষালাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হত না।

কিন্তু, পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করা হয়।

**সুধিবৃন্দ,**

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‘‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩” এবং ‘‘‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍নিউরো ডেভোলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩” নামে দু’টি আইন পাশ করেছি। ইতোমধ্যে এর বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ স্বাক্ষর করেছি, অনুস্বাক্ষর করেছি এর অপশনাল প্রটোকল। এর ফলে অটিজম ও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমরা প্রতিবন্ধীদের সমঅধিকার ও মর্যাদা রক্ষা এবং তাঁদের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি।

‘প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন শিশুকে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে দূরে রাখা যাবে না’-এ লক্ষ্যে আমরা একটি বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি।

* প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালার আওতায় ৬২টি বিদ্যালয়ে প্রায় ৮ হাজার বুদ্ধি প্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে।
* সরকার এই বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের শতকরা ১০০ ভাগ বেতন ভাতা সহায়তা প্রদান করছে।
* প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের নিবিড় শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষা উপ-বৃত্তি গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
* আমরা ৯০ হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপ-বৃত্তি প্রদান করছি।
* প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা মাসিক ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা ৭৫০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৮৫০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরের শিক্ষার্থীরা ১ হাজার ২’শ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছে।
* এখাতে বাৎসরিক ৮০ কোটি ৩০ লাখ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে।
* বিগত ১০ বছরে প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি খাতে মোট ১১’শ ৭১ কোটি ৫৩ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
* বছরের শুরুতেই অন্যান্য শিশুদের মত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝেও ব্রেইল বই বিতরণ করা হয়েছে।
* দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।
* বর্তমানে আমরা ১০ লক্ষ অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ৭০০ টাকা হারে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের মাধ্যমে মোট ৮’শ ৪০ কোটি টাকা প্রদান করছি।
* জুলাই মাস থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ G2P পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান শুরু হয়েছে।
* ক্রমান্বয়ে দেশব্যাপী এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে এবং সকল ভাতাভোগীকে G2P পদ্ধতিতে ভাতা প্রদানের আওতায় আনা হবে।
* এছাড়া ৪০ লাখ সিনিয়র সিটিজেনকে মাসিক ৫০০ টাকা হিসেবে বাৎসরিক ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা ভাতা হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে।
* আমরা প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মালটি-পারপাস প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করেছি।
* এখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ প্রশিক্ষণ, বিশেষ শিক্ষা, থেরাপীসেবাসহ অন্যান্য সকল সেবা এক জায়গা থেকে পাবেন।
* বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার) স্থাপন করা হয়েছে।
* এ সকল কেন্দ্রে ইতোমধ্যে একটি করে অটিজম কর্নারও চালু করা হয়েছে।
* এখান থেকে বছরে প্রায় ৪ লাখ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সরাসরি সেবা পাচ্ছে।
* এছাড়া ৩২টি মোবাইল থেরাপী ভ্যান এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে নিয়মিত থেরাপী সেবাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
* ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য আর কষ্ট করে রাজধানীতে আসতে হবে না। স্থানীয় পর্যায়েই তারা চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।
* দারিদ্র্যের সাথে প্রতিবন্ধিতার একটি আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। আমাদের সরকার সারা দেশে একটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে।
* ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এর মাধ্যমে ৫৬ লাখ সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাভোগীদের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম বিষয়ে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি সায়মা হোসেনের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় দেশে ও বিদেশে অটিজম এর গুরুত্ব ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অটিজম সচেতনতায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৪ সালে সায়মা হোসেনকে ‘‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‍এক্সিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ অ্যাওয়ার্ড’ এ ভূষিত করে। সায়মা হোসেন ২য় বারের মত ইউনেস্কোর- ‘আমির জাবের আল-আহমদ আল-সাবাহ পুরস্কার’ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও কাজের স্বীকৃতি।

**প্রিয় প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা,**

আপনাদের রয়েছে অনন্য প্রতিভা। বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন, ডারউইন, নিউটন জীবনের একটা সময় অটিজমের মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছেন। সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী উইলিয়াম বাটলার ইয়টস্, ড্যানিস কবি হ্যানস্ এন্ডারসন, সুরস্রষ্টা বিথোভেন, মোজার্ট প্রতিবন্ধী ছিলেন। বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস্ আজীবন প্রতিবন্ধী।

আপনারা প্যারা অলিম্পিক ও স্পেশাল অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। তাই আমরা প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ক্রীড়াবিদদের জন্য ঢাকার সাভারে ২৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানের ইনক্লুসিভ ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের কার্যক্রম আমরা হাতে নিয়েছি।

**সুধিবৃন্দ,**

প্রতিবন্ধী মানুষেরা আমাদের আপনজন। আমরা প্রত্যেকে যার যার জায়গা থেকে একটু সচেতন হলেই এই সুবর্ণ মানুষগুলো দেশের জাতীয় আয় ও উৎপাদনে সক্ষম হয়ে উঠবে।

বর্তমান সরকার মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার আওতায় সকল ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষের উপযোগী একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হলে সকল প্রতিবন্ধী মানুষদের তাঁদের প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রা এবং সক্ষমতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

আমি বিশ্বাস করি, কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয় বিভিন্ন ধরনের ট্রেড কোর্স ও কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সকল প্রতিবন্ধী মানুষ কর্মক্ষম হয়ে উঠবে।

প্রতিবন্ধী শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাইকে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনতে জীবনচক্র ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে। রাস্তাঘাট, ফুটপাত ও নতুন অবকাঠামো প্রতিবন্ধীবান্ধব করে তৈরি করতে হবে।

**সুধিবৃন্দ,**

আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল। দেশের প্রবৃদ্ধি এখন ৭.৮৬ শতাংশ। মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৭৫১ মার্কিন ডলার। দারিদ্র্যের হার ২১.৮ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে ২০ হাজার ৪৩০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি।

আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল এর আওতায় প্রতিবন্ধী মানুষসহ সকল পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী একটি মর্যাদাশীল জীবনযাপনে সক্ষম হবে।

**সুধিবৃন্দ,**

প্রতিবন্ধীরা আমাদেরই আপনজন। আসুন, আমরা তাঁদের অধিকার সুরক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করি। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে আমি সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করব। আর ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ।

পরিশেষে আজকের এই অনুষ্ঠানে যে সকল অটিস্টিক শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দূরদূরান্ত থেকে এসে যোগ দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্বের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবন ভরে উঠুক আনন্দে-এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...